Department of History
B.A. Honours
Semester-V
Course Name: Transformation of China (1839-1949 CE)
Course Type: DSE
Course Code: BAHHISDSE503

বিংশ শতকে চিনে কম্যুনিষ্টদের সাফল্য ও কুও-মিং-টাং দলের ব্যর্থতার কারণগুলি কি ছিল?

১৯৪৫ পরবর্তী বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠা। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চীনে ও চীনের বাইরে মাও-সে তুং এবং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি (সি সি পি)-র গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। অন্যদিকে চিয়াং কাই শেক ও তার দল কুও-মিং-তাং (কে এম টি) সাধারন মানুষের আস্থা হারিয়েছিল। এমন এক পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে চীনে কোয়ালিশন সরকার গড়ার পক্ষপাতি ছিল। মাও-সে তুং গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য কেএমটি-র সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনেও রাজী ছিলেন। অন্যদিকে চিয়াং-এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিসিপি-র আত্মসমর্পন। বাস্তবে কেএমটি জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে, তা জনগনকে বোঝানোর জন্য মাও কিছু ত্যাগ করতেও রাজী ছিলেন। তাই মুক্তাঞ্চলের বেশ কিছু অঞ্চল থেকে লালফৌজকে সরিয়ে দেওয়া, লালফৌজের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া, ১৯৪০ থেকে ঘাঁটি এলাকায় প্রচলিত কম্যুনিষ্ট মুদ্রা প্রত্যাহার করা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় চিয়াং ও তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে মাও, চৌ-এন লাই ও ওয়াং জো-ফেই এক আলোচনায় মিলিত হন, যার ফলশ্রুতি ছিল 'চুংকিং চুক্তি' (১০.১০.১৯৪৫, ১০.০১.১৯৪৬)। কিন্তু মার্কিন যুকরাষ্ট্র সিসিপিকে ধ্বংস করার জন্য চিয়াংকে সবরকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। চিয়াং-এর একনায়কতান্ত্রিক অপদার্থ শাসন জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ১লা অক্টোবর পিকিং-এর তিয়েন আন মেন স্কোয়ার থেকে মাও-সে তুং জনগনতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এবং গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় দু-হাজার বছর প্রচীন সামন্তবাদ এবং দু-শো বছর পুরানো সাম্রাজ্যবাদ-এর পতন ঘোষিত হয়েছিল। কম্যুনিষ্টদের সাফল্য এবং জাতীয়তাবাদীদের ব্যর্থতা আসলে একই মুদ্রার দুই দিক।

চিয়াং-কাই সেক পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সরকার ক্রমশঃ জনসমর্থন হারিয়েছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ কুও-মিং তাং দলের প্রতি আস্থা হারিয়েছিল। জনমতকে উপেক্ষা করে শান্তি আন্দোলনকে দমন করা, বুদ্ধিজীবী-ছাত্র-অধ্যাপক-শিল্পি-সাহিত্যিকদের গ্রেপ্তার করা, নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালানো—এই দমনমূলক স্বন্ত্রাস জনগনকে বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। অন্যদিকে কম্যুনিষ্টরা দেশের সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট দিশা জনসমক্ষে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট দল সচেতন ছিল যে বিপ্লবের নির্ধারক শক্তি কৃষক হলেও সমাজের অন্যান্য শ্রেনীর সমর্থন প্রয়োজন। চীনের বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং সৈন্যবাহিনীকে তাদের পক্ষে আনতে হবে। এক্ষেত্রে চিয়াং সরকারের দমননীতি সিসিপি-র সুবিধা করে দিয়েছিল, এই মানুষজন সিসিপি-র পক্ষ গ্রহণ করেছিল।

তাছাড়া, কম্যুনিষ্টদের আদর্শ, কঠোর নিয়মানুবর্তীতা, শৃঙ্খলাপরায়নতা এবং কৃষকশ্রেনীর প্রতি আন্তরিকতা তাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। এভাবেই চীনে সাম্যবাদীদল বা কম্যুনিষ্টদল ক্রমশঃ তাদের গণ ভিত্তিকে মজবুত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

চীনের অর্থনৈতিক দুরাবস্থাও কেএমটি দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। কৃষি প্রধান চীনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে প্রয়োজন ছিল বিপুল শিল্প বিকাশের। চিয়াং-এর নীতি সমর্থক-পুঁজিপতিদের বিরূপ করে তুলেছিল এবং তারা অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছিল। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, অত্যধিক কর বৃদ্ধি, সামরিক খাতে অধিক বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। এইসময় চীনের আর্থিক সংকটকে তীব্রতর করে তুলেছিল মুদ্রাস্ফিতি। জনগণের জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। চিয়াং সরকার এইভাবেই তার গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়েছিল।

মুদ্রাস্ফিতি দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল আর দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি দুর্নীতিকে প্রশয় দিয়েছিল। সাধারন মানুষের সাথে সাথে নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী, সাধারন সৈন্য, বুদ্ধিজীবীদের কষ্টের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল চিয়াং সরকারের দমন-নীতি—চাকরী থেকে বরখাস্ত করা, গ্রপ্তার করে কারারুদ্ধ করে রাখা, প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা প্রভৃতি সাধারন বিষয়ে পরিনত হয়েছিল। এই অত্যাচারমূলক নীতির কারনে চীনের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজ জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সাম্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এই সমর্থন চীনের কম্যুনিষ্ট দলকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

বুদ্ধিজীবি বা ছাত্র-যুব নয় চীনের জনগনের বৃহত্তম অংশ কৃষকশ্রেনীকে বিরূপ করে তুলেছিল চিয়াং সরকারের নীতি। কৃষি সমস্যার সমাধান বা কৃষকদের বিকাশের কোন কর্মসূচী চিয়াং সরকারের ছিল না। অন্যদিকে মাও পরিচালিত সাম্যবাদী দল কৃষক শ্রেনীকে তাদের শক্তির উৎস মনে করত। স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেনী সাম্যবাদীদের পক্ষ নেয় এবং চিয়াং বিরোধী সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

সর্বোপরি মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্ব সাম্যবাদীদের সাফল্যের অন্যতম কারন ছিল। তার নেতৃত্বের প্রতি সকল শ্রেনীর আস্থা এবং সমর্থন সাম্যবাদীদের এক অটুট শক্তি হয়ে উঠেছিল। মাও সে-তুং-এর আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, কৃষকশ্রেনীর প্রতি শ্রদ্ধা, সকল মানুষের জন্য অপরিসীম দরদ তাকে অবিংসবাদী নেতা করে তুলেছিল। তিনিও চীনে এক আদর্শ, সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জনগনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে ছিলেন, যেখানে কোনপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না।

এরফলে চিয়াং-এর সামরিক প্রাধান্য থাকলেও জনগনের সমর্থনের বিপুল জোয়ারে তা ভেঙ্গে যায়। চিয়াং-এর সৈন্য আদেশ উপেক্ষা করে লালফৌজের পক্ষ গ্রহণ করে এবং শেষ যুদ্ধে চিয়াংকে পরাজিত করে তাকে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। এভাবেই সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষের সমর্থ পুষ্ট সিসিপি সাফল্য অর্জন করেছিল এবং জাতীয়তাবাদী কেএমটি দল ব্যর্থ হয়েছিল।

Prepared by Jyotika Waghela, Associate professor of History, Raniganj Girls' College